169

ভোরের কাগজ

তারিখ 12 APR 1998
পৃঃ ৩ কলাম ৩

কলেজের কথা

সুনামগঞ্জ পৌর কলেজ রাজনীতিমুক্ত ব্যতিক্রমধর্মী একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

সুনামগঞ্জ পৌর কলেজ - *ভোরের কাগজ*

উজ্জ্বল মেহেদী, সুনামগঞ্জ থেকে : মাত্র তিন বছর সুনামগঞ্জ পৌর কলেজটি ছাত্র রাজনীতিমুক্ত একটি ব্যতিক্রমধর্মী বিদ্যাপীঠ হিসেবে দিন দিন পরিচিত হয়ে উঠছে। ইতিমধ্যে বোর্ড কর্তৃপক্ষের স্বীকৃতি আসায় এবং শহরের মধ্যবর্তী স্থানে সাবেক পৌরসভা কার্যালয়ে স্থানান্তরিত হয়ে স্থায়ী রূপ নেওয়ায় এর গ্রহণযোগ্যতা অনেকটা বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৯১৯ সালে প্রতিষ্ঠিত সুনামগঞ্জ পৌরসভা ৭৭ বছরে পা রেখে ৫০০০০ পৌরবাসীকে উপহার দিয়েছে সামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন সময়োপযোগী কর্মকাণ্ড। 'যে জাতি যতো বেশি শিক্ষিত সে জাতি ততো বেশি উন্নত'— এ সত্যকে স্বীকার করে নিয়ে সুনামগঞ্জ পৌরসভার ১১তম চেয়ারম্যান দেওয়ান মমিনুল মউজদীন পৌর এলাকার উন্নয়নের পাশাপাশি কিছু ব্যতিকমধর্মী কর্মসূচি বাস্তবায়নে উদ্যোগী হন। পৌরসভার নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত একটি কিন্ডারগার্টেন পাঁচটি প্রাথমিক স্কুল এবং ১৯৯৫-৯৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে একটি পৌর কলেজ প্রতিষ্ঠানকে পর্যবেক্ষক মহল শিক্ষার হার ত্বরান্বিত করার এক স্বয়ংসম্পূর্ণ কর্মসূচিরূপে আখ্যায়িত করেছেন।

জেলা শহরে একটি সরকারি কলেজ একটি মহিলা কলেজ থাকা সত্ত্বেও '৯০-এর দশক থেকে শহরে আরেকটি কলেজ স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত প্রকট হয়ে ওঠে। কেননা ইতিপূর্বে সরকারি কলেজে পর্যাপ্ত সিটের অভাবে অনেক শিক্ষার্থীর আকাংক্ষা অপূরণীয় থাকতো। সচেতন মহলের মতে, পৌর কলেজ স্থাপিত হওয়ায় প্রথমত স্থানীয় সরকারি কলেজ থেকে অতিরিক্ত ছাত্রছাত্রী ভর্তির চাপ থেকে রেহাই দিচ্ছে, দ্বিতীয়ত শহরে বসবাস করে লেখাপড়া করতে ইচ্ছুক মফস্বলের শিক্ষার্থীদের মনোবাসনা পূরণে সহায়ক হচ্ছে।

অনেকটা কাকতালীয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সুনামগঞ্জ পৌর কলেজ। '৯৫-এর ১ জুন থেকে আগস্ট পর্যন্ত সময়ে সুনামগঞ্জের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌর চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে চলছিল একটি দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলন। সার্বিকভাবে পৌর শহরের মানুষজন ছিলেন এ আন্দোলনে আন্দোলিত। এতো সব ব্যস্ততার মাঝেও পৌর কর্তৃপক্ষ প্রতিশ্রুতি রক্ষার্থে তাৎক্ষণিক একটি কমিটি গঠনপূর্বক পৌর কলেজ স্থাপনের কাজ শুরু করেন। পৌর কলেজ বাস্তবায়ন কমিটি এবং পরে সাংগঠনিক কমিটিতে থেকে যারা বিভিন্ন নির্দেশনা বা পরামর্শ দিয়েছেন তাদের মধ্যে পৌর চেয়ারম্যান দেওয়ান মমিনুল মউজদীন (পদাধিকার বলে সভাপতি)র অবদান উল্লেখযোগ্য। এছাড়া, সাংগঠনিক কমিটির সদস্য সাবেক উপজেলা ও পৌর চেয়ারম্যান জয়নুল জাকেরীন, অধ্যাপক আব্দু মিয়া, অধ্যাপক বিপ্রেশ দত্ত, নিরঞ্জন চৌধুরী, এডভোকেট হুমায়ুন কবীর জাহানুর, এডভোকেট স্বপন কুমার দে, আফাজ উদ্দিন আহমদ, গোলাম এহিয়া পুরকায়স্থ সাজু, এডভোকেট আবদুল মান্নান ও পৌর কমিশনার সামরান আলীর ভূমিকা অগ্রগণ্য। কলেজের শুরু থেকে এ পর্যন্ত শিক্ষকতাসহ অন্যান্য প্রশাসনিক কজে যারা স্বেচ্ছায় আংশিক বেতনে কর্মরত তাদের মধ্যে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মোঃ আবু নাসের, প্রভাষক চিত্তরঞ্জন তালুকদার (বাংলা), ইকবাল আহমদ (ইতিহাস), মোঃ শেরগুল আহমদ (সমাজবিজ্ঞান), শুভঙ্কর তালুকদার (যুক্তিবিদ্যা), সুরঞ্জিত ভূষণ দাস (অর্থনীতি), জাহাঙ্গীর আলম (ইংরেজি) এবং হিসাবসহ অন্যান্য শাখায় রেজাউল করিম খান (বর্তমানে স্থানান্তরিত), শওকত আলী, ইব্রাহীম উল্লেখযোগ্য। এদের নিরলস শ্রম, মেধা ও ঘামের ফসল হচ্ছে আজকের পৌর কলেজ।

চলতি বছর থেকে সুনামগঞ্জ সরকারি কলেজের অর্থনীতির অধ্যাপক আজহারুল ইসলাম অধ্যক্ষের দায়িত্ব নেওয়ায় পৌর কলেজ পূর্ণতা পেয়েছে। কলেজের শিক্ষার পরিবেশ সম্পর্কে সাবেক ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মোঃ আবু নাসের বলেন, অনেক শিক্ষার্থী সাবজেক্টের অভাবে ভালো রেজাল্ট করতে পারে না। কলেজ কর্তৃপক্ষ সেদিকটা বিবেচনায় এনে কিছু ব্যতিক্রমধর্মী সাবজেক্ট যা সরকারি কলেজ কিংবা মহিলা কলেজে নেই তা চালুর চেষ্টা করছেন। এতে করে শিক্ষার্থীসহ অভিভাবকদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হচ্ছে।

TISTICS
3. SYSTEM
SHEET — OF — SHEETS